প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৬৭

প্রকাশক পলাশ মিত্র জীবনানন্দ প্রকাশন ২ কালী লেন কলিকাতা ২৬
মুদ্রক হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কালীতারা প্রেস ১৬ টাউনসেণ্ড
রোড কলিকাতা ২৫ প্রচ্ছদ ও অলংকরণ মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

সূচীপত্র

সূচীপত্র

"হিয়ায় লুকানো বঁধু লোকে যদি জানে।
পরাণ কোটরা ভরি রাখিব যতনে।।
বসন করি অঙ্গে পরব মালা করি গলে।
সিন্দূরে মিশায়ে তোমা মাখিব কপালে।।
চন্দনে মিশায়ে তোমা করব দেহ শীতল।
সুখে-দুঃখে করব তোমায় দু নয়ানের জল।।
দুই অঙ্গ ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হইব।
বলুক বলুক লোকে মন্দ তাহা না শুনিব।।"

ময়মনসিংহ গীতিকা

প্রান্তরে সূর্য বদলের ছায়া

কঙ্কাবতীর জন্যে

নির্বাসন সময়ের অরণ্যে (যন্ত্রস্থ)

তোমার কাছে

জন্মের কাছে ঋণশোধ
মৃত্যুর কাছে ঋণশোধ করে যেতে হবে
দেনা চুকোতে চুকোতে
কখন অন্ধকারে
ভালোবাসা
তুমি হাত বাড়িয়ে দিয়েছো।
প্রসারিত দক্ষিণ বাহু
তোমার কোন্ ঋণ শোধ করবো ?
আমার বাগানে
এত অজস্র ফুল
কখন ফোটে
কখন ঝরে যায়
ভালোবাসা
তোমার ঋণশোধ
কোন্ ফুল ফুটিয়ে ?

শর্ত

আমায় দিলি কৃষ্ণচূড়া হায় গো প্রিয়,
বুকের আগুন দু-হাত ভরে অমনি নিও।
পথিক-রাজা এলি যে কোন খেয়ালি আজ
কী আছে ওই দু-চোখ কালো আমায় দিও।

চোখে যে তোর অনেক তারার স্বপ্ন জ্বলে,
বুকে যে তোর হীরে-মোতি-মানিক গলে,
কি নিবি তুই বুকের থেকে খসিয়ে দেবো
আমায় বুকে কেবল দেখি আগুন জ্বলে।

ফুল ফোটাবি ফুল ফোটাবি বুকের ভেতর
তারার আলো কালো দু-চোখ পেলো কে তোর?
আয় এখানে শুকনো মাটির একলা মাঠে
রাজা আমার, ফুল ফোটাবি বুকের ভেতর।

এক যুবকের হাসি

শব্দের মিছিল শুনি অস্থির হাওয়ায়
পলাতক শব্দ ওরা
ওরা সেই যাযাবর হাঁসের পাখায়
নিঃশব্দ রাত্রির থামে প্রচণ্ড আঘাত।
সারাক্ষণ অজস্র শব্দের ঢেউ
এক যুবকের হাসি।

এক যুবকের হাসি শব্দের মিছিল থেকে ফিরে
ঘরে ঘরে আলো জ্বালে
খুলে দেয় জানালার পাল্লাগুলো
দরজার খিল খুলে
প্রচণ্ড আলোয় চোখ ঢাকে।
বুকের রক্তের দানা আল্‌গা করে দেয়,
সমস্ত শৃঙ্খল ভেঙে ফেলে
এক যুবকের হাসি
দস্যুর বিজয়ী ছায়া দেখে।

ঋণের দায়ে

বহু মুহূর্তের জন্য
অনেকের কাছে বহু ঋণ ।

তোমার চোখে
দূর-সমুদ্রের আলো
ঋণের দায়ে
আমাকে পথে নামাও ।
বুকের নিচে কী রেখেছো
লুকিও না
দাও
মহাকালের লুণ্ঠিত ধন
দাও
এই করতলে ।

অনেক মুহূর্তের জন্য
অনেকের কাছে বহু ঋণ
তোমার দক্ষিণ বাহু প্রসারিত
ঋণের দায়ে আমাকে পথে নামাও ।

প্রসারিত দক্ষিণ বাহুতে

ওই করতল নয়
প্রসারিত দক্ষিণ বাহুতে
আমার গভীর ঘুম।

অঘ্রাণের বিস্তৃত প্রান্তরে
এখনো মেলে নি চোখ
শিশু ফসলের সবুজিমা
মাটির বুকের মধ্যে
নিবিড় উত্তাপে তারা স্থির।

ওই করতল নয়
প্রসারিত দক্ষিণ বাহুতে
মাথা রেখে আমার স্বপ্নের দিন।
অগণ্য নক্ষত্র জ্বলে
করতলে লুণ্ঠিত পৃথিবী
হাত দাও
প্রিয় এইখানে
আমার গভীর ঘুম প্রসারিত বাহুতে তোমার

ভালোবাসা

বাগানের প্রথম-ফোটা ফুল তোমাকে দিলাম
একেবারে বুকের থেকে বোঁটা ছিঁড়ে।

তোমার জন্মদিন হলো
যখন আমার চোখের আকাশ দিলাম
তোমার জন্মদিন হলো
যখন আমার মনের আকাশ দিলাম।
শৈশবের সঞ্চিত ঝিনুকের কৌটো থেকে
সুগন্ধি চন্দন-ঘষা
তোমার কপালে দিয়েছি
তিলক।

তোমার জন্মদিন
যখন গোলাপ ফুটলো অনেক
অজস্র ফুল
আমার ছোট বাগান ছাপিয়ে উঠলো।

অরূপরতন

ঘুমের মধ্য দিয়ে
স্বপ্নের মধ্য দিয়ে জন্ম
যেন কবেকার
প্রথম পূর্ণিমার আলো
এই তো
আমাদের বুকের ভিতর।
কী রঙ ছিল শৈশবে
কোন্ মেঘ থেকে নেমে এলো
একদিন শ্রাবণ হয়ে নামলো
প্রিয় দিঘিটির কানায় কানায় উপচে-পড়া জল।

তারপর বনের ফাঁকে
বিকেলের আলো নিয়ে কতো রঙ মাখলো
ফুলের মতো
পাখির কোমল পালকের মতো
মায়াবী কোমলতায়
যেন কবেকার
প্রথম গোধূলির আলো
এই তো
আমাদের বুকের ভিতর।

স্বস্তি

দরজার ও-প্রান্তে নয় আমি এই ঘরের ভেতরে
একবারই নেমে আসি একবার শুধু ছুঁতে পারি,
আঁলস্যের জল ফেলে ছুঁতে পারি শুধু এইখানে।
বুকের কুঠুরিটুকু একান্তই ছোট জেনে রেখো
বড়ো বেশি পরিশ্রম প্রয়োজন পড়ে না কখনো।

হাত বাড়ালেই পাবো অতি ছোট পাতাবাহারের
ঘনিষ্ঠ বাগানখানা, বড়ো-সড়ো সহকার-শাখা
দেবদারু নিম কিংবা শাল-মহুয়ার প্রসারতা
কখনো আকাঙ্ক্ষা নয় স্বপ্ন কিংবা দূর পরবাস।

বিস্রস্ত ফুলের বোঝা চিরকাল শুধু বিড়ম্বনা
অন্ধকারে একা একা সুগন্ধ জড়াবে দেহে-মনে,
সেই ভালো দরজার চৌকাঠ ছাড়িয়ে চলে-আসা
ঘরের ভেতর এই ঘন রঙ জড়ো করে রাখি।

নির্জন রাত্রির স্বপ্নে

নির্জন রাত্রির স্বপ্নে বাঁধ ভেঙে দিয়ে গেছে ওরা
গুপ্ত ঘাতকের দল—রাত্রি শেষে খবর পেলাম।

জলাধার-উৎস থেকে বড়ো পরিচিত এক মুখ
আমার উত্তরকাল, মাটি ভিজে গেছে লোনা জলে,
দুই-হাতে ঈশ্বরের অভিশাপ রক্তের তিলক ;
কলঙ্কের মতো জলে ক্ষয় হয়ে গেছে ইতিহাস !

নির্জন রাত্রির স্বপ্নে কে যেন আশ্বাস দিয়েছিল,
কে যেন কানের কাছে নিঃশব্দে পরম স্নেহভরে
উচ্চারণ করেছিল ভালোবাসা—বড়ো প্রিয় নাম।
আমার দক্ষিণ বাহু আন্দোলিত অস্থির শয্যায়।

করতলে রাজপথ

করতলে রাজপথ ভগ্ন প্রাসাদের ঘন নীল
দুরন্ত নেশায় কাঁপে।
সুনির্মল সন্ধ্যায় সেজেছো
রাজবেশ,
মণিবন্ধে সযত্নে রেখেছো
মহতের দুর্জ্জেয় নির্দেশ।

রাজা, এই রাজপথ
সকরুণ ভগ্ন প্রাসাদের
আলোকবর্তিকা জেলে
কোনোদিন
করে নি তোমার পথরোধ।
তুমি তো দর্পিত ছন্দ,
জয়ধ্বনি তোমার ললাট,
উন্নত মস্তক, গ্রীবা,
সুচারু হাসির রেখা অধরোষ্ঠে।
কোনোদিন রাজপুত্র ছিলে নাকি?
যুবরাজ হবার বাসনা
রক্তের সমুদ্রে খেলা করেছিল?

কারা যেন বিদ্রোহে কঠোর,
কারা যেন কঠিন মুখের রেখা
স্পর্ধিত গৌরবে
ভাঙা উঠোনের নিচে
রাজদ্রোহী পদক্ষেপে বাজে।
অথচ বিদ্রোহী ওরা
কী করুণ কী ক্লান্তির ছায়া!
চোখের আলোক ম্লান।

তখনও তোমার রাজপথ
নির্বিরোধী,
তখনও দর্পিত স্বপ্ন,
স্বপ্ন তুমি
কী আশ্চর্য!
মন্ত্রের গভীর তলদেশ
তোমাকে দিয়েছে জন্ম।
করতলে রাজপথ ভগ্ন প্রাসাদের চূড়া নীল
সহস্র সাম্রাজ্য পারে উদ্ধত ছন্দিত মূর্তিমান
উদাসীন রাজেশ্বর।

অথচ

ঘর সাজাবার জন্য এখন সকাল-বিকেল ভাবনা নিয়েই
আসছি যাচ্ছি। হাওয়ারা কখন হাট বসিয়েছে খাঁ-খাঁ রোদ্দুরে।
এপাশে এখন অনেক শুকনো কী মাস এখন হিশেব করেই
ঘর বেঁধে-ফেলা। চাদরে-ঢাকায় হলুদ-পর্দা নকশি-কভার
ফুলদানিগুলো, দেয়ালের ছবি ভেঙে গুঁড়ো-হয়ে মাটিতে ছিটিয়ে,
শার্শি-ছাড়ানো সবখানি রোদ এ-ঘরে ধরে না দু-হাত অলস।

চারিদিকে শুধু চিৎকার শোনো গোলমাল আর প্রচণ্ড কিছু
ঘটবে অথবা ঘটতে যাচ্ছে। দেখো কত ঘর ভেঙে ভেসে গেলো
দরজা-জানলা কড়িকাঠ-গোনা মিথ্যে এখন আফশোষ শুধু।

অথচ এখন ঘর সাজাবার জন্য ভাবছি সকাল-বিকেল।

কি করি

কি করি সময় নিয়ে
বড়ো বেশি মাপা-জোকা দিন,
এখনও বিশ্রাম চাই
পাণ্ডুলিপি অসমাপ্ত আছে।
কত দিন ছুটি পেলে?
কত দিন এই পরবাস?

দক্ষিণে জানালা নেই
হাওয়া চাই বুভুক্ষু শরীরে,
বড়ো বেশি মাপ-জোক পরিমিত সমস্ত বিষয়,
অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি,
এখনও চোখের নিচে কালি।

কি করি সময় নিয়ে
এখনও বিশ্রাম বাকি আছে।

অনিবার্য

আমার প্রত্যেক দিন বিষণ্ন মাঠের ধুলো হয়ে
বালকের মতো কোনও
কুড়োনো-পাখির-ডানা নিয়ে
আমি কি চেয়েছি তবু
বিশ্বস্ত হাতেই সব কিছু
ঘটে গেছে নির্বিকার।

সব কিছু ঘটে যায়।
বাহুল্যের অবশিষ্ট নেই
ভাঙা-বাড়ি, পরিত্যক্ত দরজা-জানালা,
অনেক শৌখিন-রাত।

সব কিছু,
বালকের ছোট হাতে
অনিবার্য নেশায় কেমন
বিপর্যস্ত ভূলুণ্ঠিত চোখের তলায়।

নির্বাসিত এই রাত

নির্বাসিত এই রাত শ্রান্তির উদাত্ত আহ্বানে
ক্ষমা নয়, বিচারের প্রহসন বার বার দেখি।
সম্রাজ্ঞীর মতো তার অন্ধকার,
কে কোথায় আছ?
কে কোথায়?
তোমাদের গাঢ় স্বর হাওয়ায় মেশে না।

কে কোথায় সরলতা বার বার ডাক ফিরে আসে,
সম্রাজ্ঞীর মতো এই অন্ধকারে নির্বাসিত রাত
মহাসমুদ্রের গানে, পর্বতের রহস্য চূড়ায়
অশরীরী মানবাত্মা
দুই-হাতে প্রশস্ত আবেগ।

প্রদীপ জ্বেলে দেব

চারিদিকের সব মানুষের সুখী মুখগুলো
দেখতে ইচ্ছে করে।
আয়নায় আমার নিজের ছায়া
সহ্য করতে পারি না—
কে তোমরা? দুঃখের মশাল জ্বেলে জ্বেলে
বার বার ভয় দেখাও?

আমি প্রদীপ জ্বেলে দেব,
যেমন করে সন্ধ্যার আকাশে জ্বলে প্রথম তারা,
যেমন করে
আমার চারপাশের পৃথিবী হঠাৎ
গল্প-শোনা-আনন্দের মতো ভরে ওঠে।

মানুষের সুখী মুখ দেখতে আমি প্রদীপ জ্বেলে দেব

রাগ নয় দুঃখ নয়

দুঃখ নয়, রাগ নয়, বড়ো অভিমান।
সকলের ওপরেই
সমস্ত দেশের জন্য বোঝা বয়ে চলা।

তাই দ্বিপ্রহরের অগ্নিক্ষরা সূর্যকেও
বিশ্বাস করিনি।
বৃষ্টিপাত সন্দেহেই সরিয়ে রেখেছি,
পাশাপাশি প্রতিবেশী বন্ধুদের থেকে
সন্তর্পণে থাকি।
কোথাও বিশ্বাস নেই
সকলের ওপরেই গূঢ় অভিমান;
কেন না বঞ্চনা ভরা সমস্ত দেশের জন্য
বোঝা বয়ে চলি।

রাগ নয়, দুঃখ নয়, বড়ো অভিমান।

অকস্মাৎ

অপরাহ্ণে ম্লান আলো
দুর্বার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আসে।
মাতালের মন জেনো প্রশ্রয়ের অপেক্ষা রাখে না।
কবরের অন্ধকারে শুয়ে-থাকা এই মন
সহসা উদাত্ত গান,
ভীরু পাখিটির ডানা অকস্মাৎ শক্তির প্রসাদে
আত্মহারা। আহা সুখ
পর্যাপ্ত ফেনায় ভরা দুরন্ত সমুদ্র হয়,
আহা সুখ
ম্লান আলো অপরাহ্ণে
কখন প্রসন্ন হাসি হাসে।

একা একা বিছানায়

একা একা বিছানায় সূর্যের মতন কিছু ভাবি।
বুকের ক্ষতের জন্য তেমন উত্তাপ চাই
চাই শুদ্ধ হাওয়ার প্রশ্রয়
বেকুব সতীত্ব নিয়ে কী হবে মূর্খের ঝুলি ভরে

বিশ্বাসেরা সরে যায়
দূরে দূরে সব সরলতা,
পাপ-পুণ্য হিশেবের অনেক বঞ্চনা।

একা একা বিছানায় অসহ্য চিৎকার শুনি
প্রচণ্ড অগ্নির কথা ভাবি।

চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকব

একটা গাছের নিচে চিরকাল
দাঁড়িয়ে থাকব।
আমার ভাবনার মধ্যে
অনেক কালের বিপর্যস্ত দিন,
ধুলো সরিয়ে বসার চেষ্টা তোমারই থাক।
দরজায় টোকা দিয়ে
আমাকে বিব্রত করার নেশা ছিল ;
আমি শুনতে চাইনি,
আমি ঘরে ফেরার দিন রেখেছি সরিয়ে।

একটা গাছের নিচে
চিরকাল আমি দাঁড়িয়ে থাকব।

সন্দেহ প্রবল শুধু

আমারই মৃত্যুর হাত
বড়ো নগ্ন মনে হয়,
বড়ো রূঢ় অধিক বাস্তব।
তবু অবিশ্বাস করি,
ভালোবাসি অবিশ্বাস
আত্মপ্রতারণা
ভালোবাসি। প্রতিদিন
খুনের সংবাদ পড়ে শিহরিত হই মাত্র
বিচলিত করে না কিছুই।

সন্দেহ প্রবল শুধু
আমারই মৃত্যুর হাত
বড়ো নগ্ন, বড়ো অবিশ্বাসী।

সুখের মুখ দেখিনি বলে

সুখের মুখ দেখিনি বলে ভীষণ আক্রোশ
ছড়িয়ে দেব স্থবির বিষ হাওয়ায় সব পাপ,
তোমার কপাল থেকে ঝরবে ঝরে পড়বে সুখ,
তখন দেখ ভীষণ নীল জীবন-সম্ভোগ।

সুখের মুখ দেখিনি বলে ভাঙা অন্ধকারে
এড়িয়ে যাব সব নদীকে ঢেউ না গোনার ছলে,
এলানো সব রাত্রি ওরা তোমার সন্তাপ
বিপদ-চিহ্ন মধুর-করা তোমাকে দেব ছিঁড়ে।

তবু কি পাই সুখের মুখ দেহের সীমানায়
স্থবির চোখ রেখেছ এই শূন্য দুই-চোখে।

আমার সমস্ত পাপ

ঈশ্বরের হাত ধরে
সব রাস্তা হেঁটে এসে দেখি
সমস্ত পথেই কাঁটা,
খরতাপ,
অগ্নিবৃষ্টি, জল,
সারা দেহ কর্দমাক্ত
রক্তের অঝোর ধারা ঝরে
ঈশ্বরের সারা দেহ ক্ষতশুদ্ধ ;
আমারই মতন ক্লান্ত অবসন্ন মুখ।

আমার সমস্ত পাপ
বোঝা হয়ে ওঠে তারই কাঁধে।

প্রার্থনা

আমার সমস্ত পাপ ঝরিয়ে দাও,
ঝরিয়ে দাও
　　　　　　　　　　হাওয়ায়
লুণ্ঠিত কর দীর্ঘ অভিশপ্ত রাত, মৃত্যুনীল
গাঢ় ঘুমে মগ্ন কর
হে নির্জন,
হে চৈতন্য।

আলোর শিশিরস্পর্শ জানালায় শঙ্কাতুর,
আমাকে আশ্বাস দিতে ফিরে যায়।
তোমারই ধ্যানের মুখ
　　　　　　　　　　প্রতিবিম্ব
আশ্রিত দূরত্বে শুধু ক্ষয় হয়।
হে নির্জন, আমার সমস্ত পাপ
লুণ্ঠিত হাওয়ায়, ভুল মুছে দাও,
গাঢ় ঘুমে মগ্ন কর
　　　　　　　　　　শান্ত আলো,
আত্মপ্রতারণা মুছে দাও।

সেই মন্ত্র আমাদের

সেই মন্ত্র আমাদের
আশ্চর্য যৌবন ঘিরে
অসংবাদী জীবনের বিষণ্ণ প্রান্তর
ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায়
সমস্ত মুহূর্তগুলো
কিনে নেয় বসন্তের লাবণ্যসম্ভার।

আমরা কি যৌবনের
অসতর্ক দ্বার খুলে
আরণ্যক প্রতিবেশী
তোমাকে জানাবো চির ঋণ।
আমরা কি অমসৃণ
ফাল্গুনের সন্ধ্যাগুলি
ঢেকে দেবো উদাসীন
এক মন্ত্রোচ্চারে!

সমুদ্র

সমুদ্র কি আমার জন্মদিনের স্মৃতি ?
উথাল-পাথাল ঢেউ-এর নিছক উল্লাসকে
দেখতে দেখতে মনের মধ্যে গড়তে থাকি
অন্য আরেক সমুদ্রকে। নীল জলে তার
চোখের মণি ডুবিয়ে দিলাম। সাদা ফেনার
প্রসারিত দুটি বাহুর দুরন্ত বেগ।

সমুদ্র কি দিশাহারা অন্য দিনের
স্বপ্ন দেখে ? আমার জন্য আনন্দ-স্নান
তৈরি করি যখন বাড়ায় দু-হাতখানি,
অনেক স্মৃতির মুক্তোদানা চুলের কালোয়।

কেবল নদী

কী শোনাবে বলতে বলতে
এই তো আমার হাত গলিয়ে
পাহাড় থেকে বরফ হয়ে
তার পরে এক অথই-নদী,
সমস্ত চৌকাঠের কাছে
পৌঁছে এলো জলের ধারা
প্রশ্নটা ফের ফিস্‌ফিসিয়ে
বুকের কাছে শোনায় যদি,
ভাবতে ভাবতে কেবল নদী
কেবল নদী কেবল নদী।

কী শোনাবে বলতে বলতে
আধখানা এক অন্ধকারে
সেই কথাটা পড়লো চাপা
অনন্তকাল নিরবধি।
অনেক পাহাড় ভাঙলো এবং
গড়লো অনেক তারপরে তো
আর কিছু নেই বুকের কাছে
কেবল নদী কেবল নদী।
সেই নদীতে ডুবছি এখন
আধখানা ডুব ফুরায় না আর,
উঠবো কখন ভাবতে ভাবতে
চতুর্দিকে কেবল নদী।

সুখ

কতোবার এই সুখ আন্দোলিত হাওয়ার মতন
স্পর্শ করে চলে যায়
গাঢ় আকাঙ্ক্ষার সেই রাত,
আমিও হারিয়ে গেছি,
অনেক সুখের লুকোচুরি
অস্ফুট করুণ বাঁশি
কে বাজায় বিশ্বাসঘাতক ?

কে বাজায় অন্ধকারে একা একা উৎসুক জানালা ?
রাজকুমারের সখা অথবা কি
হ্যামেলিনে তার
শিশু শ্রোতাদের দল এখনো অপেক্ষা করে আছে ?

কে বাজায় ? এই সুখ লাবণ্যের মতো দেহে ঝরে
যৌবনের শেষ রাতে খুলে যায় দরোজার খিল।

অন্ধ

কেন তোর চোখে জল ?
কেন প্রিয় বাসনার মৃত্যু হলে এমন বিহ্বল ?
কোনও সহচর নেই
নির্বাসিত পৃথিবীর বুকে ?

কে তোকে কাঁদায় আজ ?
দুর্বোধ্য প্রেমের ইতিহাসে
প্রিয়জন বার বার উচ্চারণ করে শুষ্ক তালু,
প্রিয়জন
বার বার ডাক ফেরে প্রতিধ্বনি হয়ে।

ষড়যন্ত্র চারিদিকে
কেন আবেগের অভিনয় ?
কেন তোর চোখে জল
অন্ধকারে কে দেখে তাকিয়ে ?

আশ্চর্য ঘটনা

এ-রকম আশ্চর্য ঘটনায়
বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।
এ-রকম হাওয়ায় সুগন্ধ
টেবিলের ওপর চিরকুট :
তোমার জন্যে ফুল।

আলো জেলে দিয়ে গেছে কোন ফরাশ
তাকে দেখিনি।
অদৃশ্য পায়ের ইশারায় কে এলো
ঘরের মধ্যে।
কতো শতাব্দীর পারে
একটি আশ্চর্য সুন্দর ঘটনা
টেবিলের ওপর চিরকুট :
তোমার জন্যে ফুল।

সেই প্রিয়তর মুখ

সম্পন্ন ফুলের দিনে কাছে পেতে চাই
সেই প্রিয়তর মুখ।

একাগ্র বাসনা স্থির
অকারণ দূরাকাঙ্ক্ষা নয়,
নয় কোনও অশুদ্ধ মন্ত্রের উচ্চারণ।
আভূমি আনত এক কামনার রূপে
মন্ত্রমুগ্ধ,
যেন কোন অপ্সরার প্রেম
তারা আছে,
তারা সব অজস্র রূপালি সুর
তারা সব শেষ বসন্তের ভ্রূণ
বিক্ষুব্ধ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে।

সম্পন্ন ফুলের দিনে একান্তই কাছে পেতে চাই
সেই প্রিয়তর মুখ।

কী এক মন্ত্রের স্পর্শে

কপাটের ফাঁকে উঁকি দিয়ে
কী এক মন্ত্রের স্পর্শ দুই-হাতে ভরে নিয়ে গেলে
কোন্ স্বাদ ক্ষমাহীন জিহ্বার আড়ালে
অভিভূত ?

এবার একান্তে এসো।
বাহুমূলে উচ্চকিত দূর ব্যভিচারী
দুর্বৃত্ত অসহ্য শক্তি
শুধু কি অগ্রাহ্য করে যাবে ?
একাগ্র দৃষ্টির মধ্যে স্পষ্টতর চিহ্ন-তার।

কী এক মন্ত্রের স্পর্শে
অকস্মাৎ আনত অস্থির।

বিশ্বাসঘাতক

জন্মের গোপন শর্ত
বুকের গহ্বরে বহুদিন
নিঃশব্দ রাত্রির ছায়া
নিভৃতে লালন করেছিল।

কখন ফুলের দিন
রাজপথে সম্রাটের দূত,
সচকিত পথিকের
অজ্ঞাত করুণতম ব্যথা।

কখন মন্থর হাওয়া
বিশ্বাসঘাতক হতে চায়,
জন্মের গোপন শর্ত
রাজপথে প্রস্ফুটিত দিন।

আমার জন্য

আমার জন্য ঘুমের মধ্যে রেখেছ সান্ত্বনা
ভুলের মতো সুখে
ডোবাতে চাও প্রতিধ্বনি শিথিল ভাবনায়
প্রতিদিনের বুকে।
বাড়িয়ে দাও দৃপ্ত হাত রঙিন প্রতিশ্রুতি
নিবিয়ে অসম্মান,
আমার জন্য ঘুমের মধ্যে রেখেছ সান্ত্বনা
শব্দহীন গান।

আমার জন্য নিরুত্তাপ মনে জাগাও ঝড়
অবধারিত সুখে,
পুড়িয়ে দেবে প্রবঞ্চনা ভস্মস্তূপ মেঘ
তাকাবে কৌতুকে।
তোমার চোখ সুনির্মম সুউজ্জ্বল তারা
দেখাবে দুই-হাত।
আমার জন্য নিরুত্তাপ মনে জাগাও ঝড়
কঠিন পদপাত।

অহংকার

ঝরিয়ে দিতে পারি এখন
প্রশস্ত এই হাত
ঝরাবো দেহ থেকে
সমস্ত সম্পদ
তোমায় দেব ভালোবাসার সব ভবিষ্যৎ।
দেব না তবু
খসিয়ে এক চুল
এই অহংকার
জড়িয়ে রাখি নিবিড় সুখ বুকের মধ্যে তার
চরম অলংকার।

প্রতিক্রিয়া

কোনো রাগ নেই আর।   ম্লান সম্ভাবনা
সমস্ত সকাল শেষ, ফুরোবার ঘর
স্পর্শ করে চলে যায়।   ঈপ্সিত দিনের
আলো-মাথা এই আমি উদ্‌ভ্রান্ত এখন।

খণ্ড সন্ধ্যাকাল নিয়ে কোন্ পরিমাপ
করো তুমি ?   কোনো অভিজ্ঞতা বিশুদ্ধ কি ?
প্রত্যেক মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে
কেন অবিশ্বাস করো ?   প্রত্যেক দিনের
প্রসন্ন ঈশ্বরকে তুমি কি করে হারাও ?

কখনও বিশ্রাম চেয়ে

কখনও বিশ্রাম চেয়ে দুঃখ ডেকে-আনা।
আমি তো চাইনি তবু
নির্জনতা বিষাক্ত হাওয়ায়
অস্থির বয়সে মাথা কোটে।

লোকালয় থেকে দূরে
বিশ্রামের এই তো সকাল
নগ্ন প্রসারিত কাঁধ
বলিষ্ঠ প্রত্যয় যেন স্থির শুভ্র হয়ে জেগে-থাকা
তবু কেন দুঃখ ডেকে
সমস্ত জীবন লঘু-করা।

অভিজ্ঞান

লাল অঙ্গুরীয় দিলে। উত্তেজিত অনামিকা তার
প্রসন্ন চুম্বন পেলো স্মরণীয় সন্ধ্যার আলোকে।
প্রিয়, প্রসারিত কর তোমারি সম্মুখে দেখো চেয়ে
সমুদ্রের ঢেউ বুকে স্পন্দন তোমারি অনুগামী।

প্রথম পূজার ফুল দু-হাতে গ্রহণ করেছিলে
এই সেই উপবন, সে কতো জন্মের নীরবতা
এনেছে গোপন পূজা। ওগো রাজা, বিজয়ী সম্রাট,
সমস্ত পৃথিবী জুড়ে একজন তরুণ পূজারী
অবোধ্য সেবায় রত।

দাও কিছু দাও দুই-হাতে
এই তো দিয়েছি কর প্রসারিত তোমারি সম্মুখে।

ফুলের মধ্যে ছিলাম

ফুলের মধ্যে ছিলাম যেন কত কালের
নির্বাসন
পৃথিবী ছাড়ানো ধু-ধু নৈঃশব্দ
রঙের মধ্যে ছিলাম যেন কত কালের
হাওয়া বদলের দিন
পৃথিবী ছাড়ানো কলকোলাহল।

ফুলের মধ্যে ভবিষ্যৎ আর
ফুলের মধ্যে অতীত। বর্তমান
কেন নেই? কেন শুধু
রঙের ঝঙ্কার
কেন রূপের স্তব্ধতা দিয়ে
বর্তমান ভরে ওঠে না।

বর্তমান থেকে দূরে
আমি ফুলের মধ্যে ছিলাম।

অসাড়

বুকের ভেতরটা দেখতে পাও না কেন যে
কেন যে
রক্তের দানা আল্‌গা করে দিলেও
স্পর্শ করো না
আমার বিনিদ্র রাত্রির যন্ত্রণাগুলি
কোন্‌ ভবিষ্যতে ?

বুকের ভেতরটা দেখতে পাও না কেন যে
কেন যে চক্ষুষ্মান
তুমি তো অন্ধ নও
বধির নও
কেন যে
আল্‌গা রক্তের স্পর্শ নিতে পারোনি হাতে